জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
বিটিএমসি ভবন, (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
পিএবিএক্স নম্বর: ৫৫০১৩৭২৬-২৮; হেল্প লাইন নম্বর: ১৬১০৮
ওয়েবসাইট- www.nhrc.org.bd, ই-মেইলঃ info@nhrc.org.bd

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
সুরক্ষিত হবে মানবাধিকার

আদেশ নামা

Suomoto অভিযোগ নং-ঢা. ১৭/২১

ক্রমিক নং	তারিখ	আদেশ	মন্তব্য
০১	১০/০৬/২১	বিগত কিছুদিন যাবত ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার ধারাবাহিক প্রতিবেদনে উঠে আসছে ভারত, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপে মানবপাচারের ভয়ংকর ও নিদারুণ দৃশ্য; এলএসডি নামক মাদকের করাল থাবা ও অবাধ পর্নোগ্রাফির সুযোগ- যার বলি হচ্ছে আমাদের তরুণ প্রজন্ম। এ সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, ভারত, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপে মানবপাচার হচ্ছে। আর প্রলোভনে পড়ে ফাঁদে পা দিচ্ছেন বাংলাদেশের অনেক মেয়ে এবং নানাবয়সী পুরুষ। সম্প্রতি সময়ে দেখা যাচ্ছে যে, সাতক্ষীরা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আন্তর্জাতিক মানব পাচার চক্রের যোগসাজসে বাংলাদেশী তরুণীদের ভারতে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে। পাচার করার পর কলকাতায় বাংলাদেশী তরুণীদের একটি নকল আধার কার্ড দেওয়া হয়। এছাড়াও উচ্চ বেতনের চাকরীর সুযোগের কথা বলে নারী ও পুরুষদের ইউরোপেও পাচার করে দেওয়া হচ্ছে। মূলত পাচারের উদ্দেশ্যে মধ্যপ্রাচ্যের ৮টি দেশে তাদের নেওয়া হচ্ছে এবং বিভিন্নভাবে নির্যাতন করে মুক্তিপণ আদায় করা হচ্ছে। অমানবিক শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তানসহ দেশে ফিরে আসছেন অসহায় নারীরা। যার ভুক্তভোগী হচ্ছে পুরো পরিবার। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের একঘরে করে রাখা হচ্ছে। অনেকে পরিবারের সম্মানের কথা ভেবে পিতা-মাতার পরিচয় গোপন রেখে আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নিচ্ছেন। মানব পাচার বিষয়টি নতুন নয়। মানব পাচার ঠেকাতে ২০১২ সালে একটি কঠোর আইন প্রণয়ন করা হলেও এই অপরাধ দিনের পর দিন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। এর সাথে মাদকদ্রব্যের তালিকায় বাংলাদেশে নতুন করে যুক্ত হয়েছে এলএসডি নামক ভয়ানক মরণ নেশা। এর ফলে আমাদের তরুণ প্রজন্ম আজ ধ্বংসের মুখে। সাম্প্রতিক সময়ে আলোচিত 'টিকটক' পার্টির নামে তরুণ প্রজন্ম যে অভিনব উন্মত্ত খেলায় মেতে উঠেছে তা তরুণ সমাজকে অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে। গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে যাচ্ছে আমাদের সমাজ। যা অত্যন্ত উদ্বেগের ও মানবিক বিপর্যয়ের বিষয় হয়ে উঠছে। মাদক, মানব পাচার ও পর্নোগ্রাফির মত বিষয় গুলো ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এমতাবস্থায়, মাদক, মানব পাচার ও পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণে আনা প্রয়োজন মর্মে কমিশন মনে করে। **উপরোক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রদান করছেঃ** ➢ **কমিশন মনে করে এই অপরাধ প্রবণতা ঠেকাতে পুলিশ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। জনগণের রক্ষা কর্তা হচ্ছে পুলিশ বাহিনী। অপরাধ নিয়ন্ত্রনে পুলিশ অসহায় অনুভব করলে সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতা বোধ করবে। এমতাবস্থায়, মাদক ও মানব পাচার নিয়ন্ত্রণে সম্ভাব্য রুটগুলোতে পুলিশের নজরদারি ও বিট পুলিশিং কার্যক্রম বাড়াতে সিনিয়র সচিব, জন নিরাপত্তা বিভাগকে বলা হোক।** ➢ **মাদক, মানব পাচার ও পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণে আরও ব্যাপক জনসচেতনতা দরকার। সচেতনতা,দৃঢ় পারিবারিক বন্ধন, সামাজিক প্রতিরোধ ও প্রশাসনের কঠোর নজরদারী পারে এই অপরাধ প্রবণতা ঠেকাতে। এ বিষয়ে তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতা ও নজরদারি বাড়াতে প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণের নির্দেশনা দিতে সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কে বলা হোক।** ➢ **বিভিন্ন রিক্রুটিং এজেন্সি ও দালালদের প্রতারণার শিকার হচ্ছে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। রিক্রুটিং এজেন্সি ও দালাদের প্রতারণা বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কে বলা হোক।** ➢ **মানব পাচার নিয়ন্ত্রণে বিচার প্রক্রিয়া আরও তরান্বিত হওয়া উচিত মর্মে কমিশন মনে করে। কারণ মানব পাচারের ঘটনায় দায়েরকৃত মামলায় বিচারের হার অত্যন্ত নগন্য। মানব পাচারের ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার বিচারের প্রক্রিয়া তরান্বিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ কে বলা হোক।** ➢ **আন্তর্জাতিক এই অপরাধ নিয়ন্ত্রণে গন্তব্য দেশগুলোর সাথে যৌথভাবে কাজ করার জন্য সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কে বলা হোক।** ➢ **তথ্য-প্রযুক্তির অবাধ প্রবাহের সুযোগে এক ধরনের অসাধু ব্যবসায়ী অত্যন্ত অনৈতিকভাবে পর্নোগ্রাফি প্রদর্শন করার ফলে তরুণ প্রজন্মের নৈতিক ও চারিত্রিক স্খলণ ঘটছে। যার কারণে তরুণ প্রজন্ম কিশোর গ্যাং এর মতো বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ে বিপথগামী হচ্ছে। বাংলাদেশের ওয়েবসাইট গুলোতে অবাধ পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, বাংলাদেশ**	

		টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রন কমিশন কে বলা হোক। ➢ **ভারতে পাচার হওয়া তরুণীদের যে আধার কার্ড দেওয়া হচ্ছে তা কিভাবে আসে এবং এখানে ভারতের কারা জড়িত তা অনুসন্ধানের প্রয়োজন। এমতাবস্থায়, বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিউ দিল্লি, ভারতে নিযুক্ত মান্যবর হাইকমিশনার, বাংলাদেশ হাইকমিশন কে বলা হোক।** **উপরোক্ত আদেশের অনুলিপি মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গনের সদয় অবগতির জন্য তাদের একান্ত সচিবের নিকট প্রেরণ করা হোক।** **আগামী ১২/০৮/২০২১ তারিখ গৃহীত ব্যবস্থা অবহিতকরণের জন্য ধার্য।** স্বাক্ষরিত/- নাছিমা বেগম, এনডিসি চেয়ারম্যান জাতীয় মানবাধিকার কমিশন	

স্মারক নং: এনএইচআরসিবি/ *Suomoto* অভিযোগ নং-ঢা ১৭/২১-২১৬৮(১৩) তারিখ: ১০/০৬/২০২১

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

১। মান্যবর হাইকমিশনার, বাংলাদেশ হাইকমিশন, নিউ দিল্লি, ভারত।
২। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৪। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়,৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা।
৭। সচিব, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রন কমিশন।
৮। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৯। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
১০। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
১১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
১২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়(মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য
১৩। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

সংযুক্তি: ফর্দ।

(সুস্মিতা পাইক)
উপপরিচালক
ফোন:-০২-৫৫০১৩৭২১